আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "অপরাধীর অবস্থা এমন হবে যে বিচারের দিন নিজ হাত, পা, কান, চোখ ও চামড়া সাক্ষ্য দিবে সে কি কি পাপ কাজ করেছিলো"

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬৫ থেকে ৬৮

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

আমি আজ ইঁহাদের মুখ মহর করিয়া দিব, ইহাদের হস্ত কথা বলিবে আমার সঙ্গে এবং ইঁহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদের কৃতকর্মের। (সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬৫)

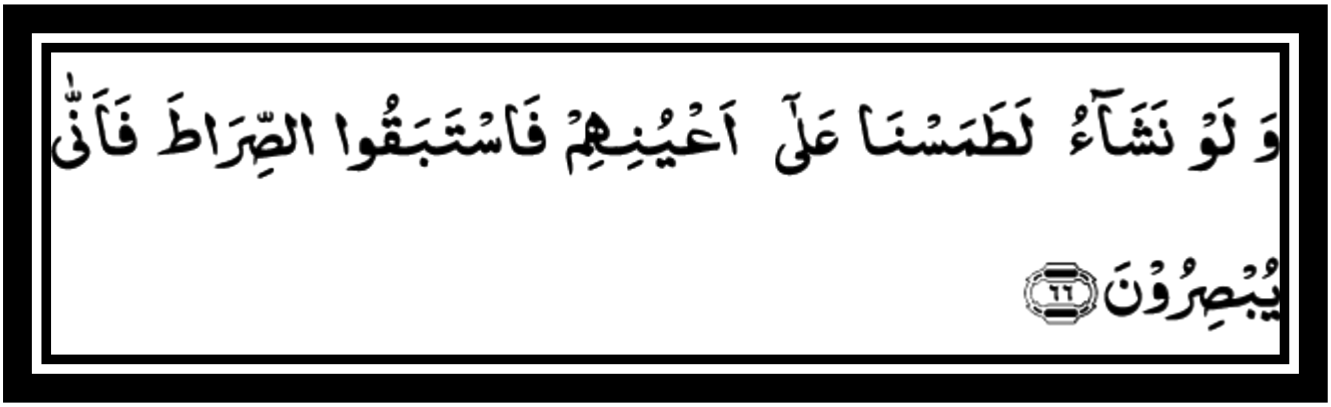
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى
يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

আমি ইচ্ছা করিলে অবশই ইঁহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতাম, তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত! (সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬৬)

وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশই স্ব স্ব স্থানে ইহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতাম, ফলে ইহারা চলিতে পারিত না এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না। (সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬৭)

وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি প্রকৃতিগতভাবে তাহার অবনতি ঘটে। তবুও কি উহারা বুঝে না? (সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬৬৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা নূর ২৪:২৪</u>

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

যেই দিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত ও তাহাদের চরণ তাহাদের কৃতকর্মের সমন্ধে; (সূরা নূর ২৪:২৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ফুসসিলাত ৪১:১৯ থেকে ২২</u>

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হইবে সেদিন উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে। (সূরা ফুসসিলাত ৪১:১৯)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছাবে তখন উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদের কৃতকর্মের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, উহাদের বিরুদ্ধে। (সূরা ফুসসিলাত ৪১:২০)

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي
أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

জাহান্নামীরা উহাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন? উত্তরে উহারা বলিবে, আল্লাহ আমদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাহারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। (সূরা ফুসসিলাত ৪১:২১)

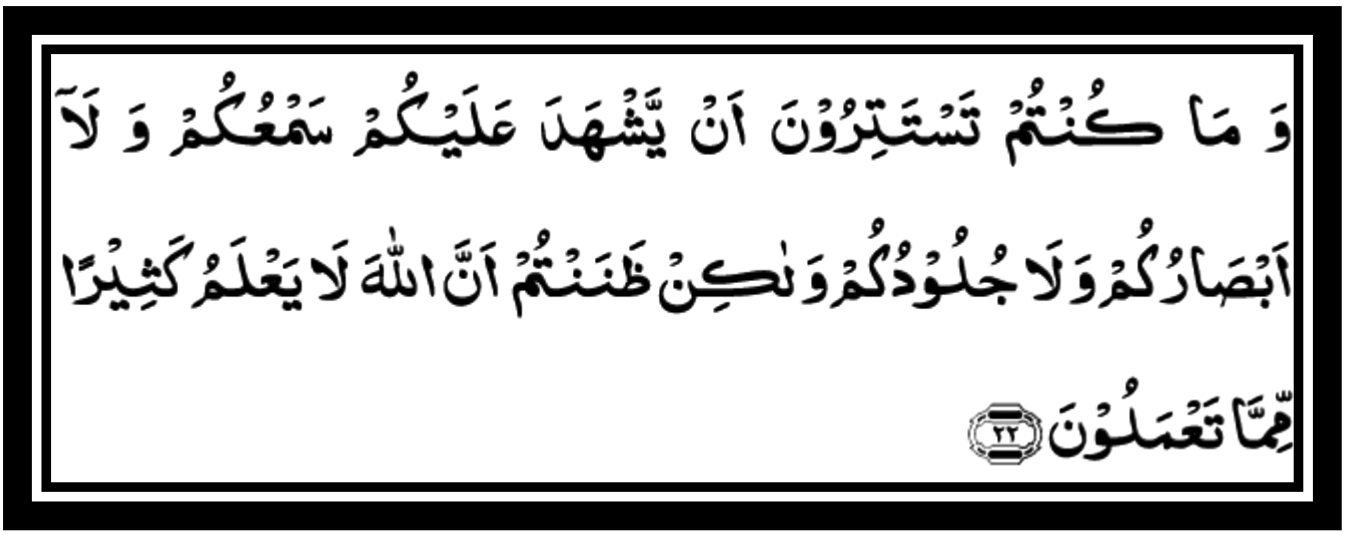
وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَآ
اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا
مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

তোমরা কিছু গোপন করিতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না-উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।
(সূরা ফুসসিলাত ৪১:২২)

সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬৫ থেকে ৬৮ ব্যাখ্যা তাফহীমুল কুরআনের আলোকে

যে উদ্ধত অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং আমল নামার নির্ভুলতাও মেনে নেবে না। তাদের ব্যাপারে বলা হবে, তোমাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়।

এখানে কেবল মাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষ্যদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা নূরের ২৪ নম্বর আয়াত এবং ফুসসিলাতের ২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের চোখ, কান, জিহ্বা ও শরীরের চর্ম তাদেরকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে দেবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো এবং অন্যদিকে সূরা নূরের আয়াতে বলেন, এদের কণ্ঠ সাক্ষ দেবে। এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার অর্থ হলো, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া। অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষ দানের অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদেরকে কোন কোন কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন ধরণের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিতনা সৃষ্টি করেছিল এবং কোন কোন সময় তাদের মাধমে কোন কোন কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে যেতে থাকবে।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

বিভিন্ন হাদিসে আর যে ব্যাখ্যা এসেছে তা হচ্ছে যখন কোন একগুঁয়ে অপরাধি তার গোনাহসমূহ অস্বিকার করতে থাকবে এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমানকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতে তৎপর হবে তখন আল্লাহর আদেশে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ এক এক করে সাক্ষ্য দেবে সে ঐগুলোর সাহায্যে কি কি কাজ আঞ্জাম দিয়েছে।

যে সব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখিরাত শুধু একটি আত্মিক জগৎ হবে না, বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এ পৃথিবীতে জীবিত আছে এ আয়াতটি তারই একটি।

কিয়ামতের দিন মানব দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গই শুধু সাক্ষ্য দেবে না, যেসব জিনিসের সামনে মানুষ কোনো কাজ করেছিলো তার প্রতিটি জিনিসই কথা বলে উঠবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা যিলযাল ৯৯:১ থেকে ৮</u>

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে, (সূরা যিলযাল ৯৯:১)

এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে, (সূরা যিলযাল ৯৯:২)

এবং মানুষ বলিবে, 'ইহার কি হইল'? (সূরা যিলযাল ৯৯:৩)

সেই দিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে, (সূরা যিলযাল ৯৯:৪)

কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন, (সূরা যিলযাল ৯৯:৫)

সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, যাহাতে উহাদেরকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান যায়, (সূরা যিলযাল ৯৯:৬)

কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে, (সূরা যিলযাল ৯৯:৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে। (সূরা যিলযাল ৯৯:৮)

সেদিন জমিন তার সব কথা শুনাবে (অর্থাৎ মানুষ তার উপরিভাগে যা যা করেছে সব কাহিনী বলে দেবে)।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আখেরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা সজাগ হয়ে যাই। দুনিয়ায় আমরা কোরআন ও হাদিস মোতাবেক ভালো কাজ করি এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকি। তা নাহলে আমাদের ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/